আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে পাঁচজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদকদ্রব্যসহ চারজন এবং একটি মামলার তদন্তে আরও একজনসহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (১০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ পারকুলা ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন পারকুলা বাজারে শফি ডাক্তারের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা থেকে পারকুলা খালপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে মো. জিহাদ (২৫)কে মাদকদ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে একই দিন রাত সাড়ে ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. নবান হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ওসমানপুর গ্রামের মৃত লিয়াকত খন্দকারের ছেলে মো. মিরা খন্দকার (৩৬), লক্ষ্মীপুর গ্রামের আহাদ মণ্ডলের ছেলে মো. সাকিব (২০) এবং একই গ্রামের জিয়ার মণ্ডলের ছেলে মো. শুভ (২০)কে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার চারজন মো. মিরা খন্দকার (৩৬), মো. সাকিব (২০), মো. শুভ (২০) ও মো. জিহাদ (২৫) কে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া বিশেষ অভিযানে এসআই (নিঃ) আলমগীর কবীর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানার একটি মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি পাবনা জেলার ফতে মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে মোমিন হোসেন (৩৫)কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার ৮

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে মাদক মামলার আসামিসহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। রাত ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভাধীন আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনের পুরোনো গোডাউনের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে কামালপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে মো. রবিউল (৩১) এবং স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে কামালপুর গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে মো. হাফিজুর রহমানকে (২৬) টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর অভিযানে এসআই (নিঃ) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা (আবাসন) গ্রামের আবাসন বটতলা মোড় থেকে মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মো. নাজমুল মালিতা (৩২)কে টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেন।

অন্য এক বিশেষ অভিযানে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শোভন কুমার কুণ্ডু সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার আসামি হারদী গ্রামের জসিম মণ্ডলের ছেলে মো. খোকন আলীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেন। পরে তাঁকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এছাড়া আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) আলমগীর কবীর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে জিআর মামলার আসামি আসাননগরের নাছির উদ্দিনের ছেলে মানিক ইসলামকে গ্রেপ্তার করেন।

একই অভিযানে দর্শনা থানার আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের নজর আলীর ছেলে রাশেদুল ইসলামকে (২৬) আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) ফিরোজ আলী সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ

অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি ঘোষবিলা গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে মোল্যা ফাহাদ তানভিরকে (২৪) গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন।

এছাড়া নগরবোয়ালিয়া গ্রামের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মৃত আজিবার রহমানের ছেলে মো. জানিককেও গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

উল্লেখ্য, রবিউল (৩১), মো. হাফিজুর রহমান (২৬) ও মো. নাজমুল মালিতা (৩২)-কে সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের ব্লক রেইড অভিযান, গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করেছে গাংনী থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানটিতে ডিবি পুলিশ ও র্যাবের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে শিপন (৪৫), ইয়াদ আলীর ছেলে ফজল (৬৫), দুলালের ছেলে রানা (২১), ফজলের স্ত্রী তানজিরা খাতুন (৫৪) ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের তাজউদ্দিনের ছেলে জাহিদকে (২৮) আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় আটক ব্যক্তিদের বাড়ির বিভিন্ন জায়গা তল্লাশি করে প্রায় ৫ কেজি গাঁজা, ১০টি ইয়াবা বড়ি ও একটি পরিত্যক্ত মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কয়েকজন পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘ব্লক রেইড অভিযান চালিয়ে গাঁজা, ইয়াবা বড়ি ও মোটরসাইকেলসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হবে।’

কোটচাঁদপুর ১২৮ পিচ উইন কোরেক্সসহ সাবেক পুলিশ সদস্য আটক

১২৮ পিচ উইন কোরেক্সসহ এক যুবককে আটক করেছেন জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। শনিবার (০১-০৮-২৬) দুপুরে কোটচাঁদপুর ঘোষপাড়া থেকে সলেমানপুর তাঁর নিজ বাসা থেকে তাকে আটক করেন।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ গোপন সংবাদে জানতে পারেন ওই সিরাপের কথা। এরপর আজ শনিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর ঘোষপাড়ার তাঁর নিজের বাসায় অভিযান চালান জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মহিতুর রহমানসহ উপপরিদর্শক (এএস আই) সেলিম রেজা ও আব্দুর রশিদসহ সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা।

এ সময় তারা ওই বাসা থেকে ১২৮ পিচ উইন কোরেক্স কফ সিরাপ উদ্ধার করেন। আটক করেন হাসান আল বান্না (৩২) নামের যুবককে। পরে তাকে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। সে সাবেক পুলিশ সদস্য ছিলেন। যার সদস্য নাম্বার -৬০৭।

কোটচাঁদপুর থানার (ওসি তদন্ত) আনসারুল্লাহ হক বলেন,জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ কিছু নিষিদ্ধ সিরাপ উদ্ধার করেছে বলে জানতে পেরেছি। বিষয়টি নিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ১০টায় পুলিশ লাইনসের ড্রিল শেডে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত সদস্যরা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন। এ সময় পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ), মেহেরপুরসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন ইউনিটের সদস্য এবং সিভিল স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় জয় বাংলা লেখা বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে থেকে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ জুন) বেলা ১১ টার দিকে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে পুলিশ।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে উপজেলার কুড়ালগাছি রাইসা বিলের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সামনে জয় বাংলা লেখা লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পায় বিলের মৎস্যজীবী সমিতির সদস্যরা। এরপর দর্শনা থানা পুলিশের খবর দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানার ওসি নজরুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স সহ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়ে বোমাটি উদ্ধার করে বালতির পানিতে চুবিয়ে রাখে।

বিলের সদস্য ও দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিত মিয়া জানান, দুষ্কৃতিকারীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে ধারণ করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কে বা কাহারা বোমা সদৃশ্য বস্তু ঘটনাস্থলে রেখেছে জানা যায়নি। তবে তদন্ত-পূর্ব আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ৮ পিস ইয়াবাসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার শহীদ সড়কে এ অভিযান চালানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম মো. তানভীর আহমেদ (৩১)। তিনি স্টেশনপাড়া এলাকার মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মনিরুল হক হাওলাদার সঙ্গীয় ফোর্স

নিয়ে এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় আবু মুছা নামের এক ব্যক্তির দোকানের সামনের রাস্তা থেকে তানভীর আহমেদকে ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির ৯ হাজার ৫০০ টাকাসহ হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ইয়াবা বিক্রি ও সংরক্ষণের অভিযোগে তার এক সহযোগী এবং অজ্ঞাতনামা ৪-৫ জনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান চলমান থাকবে। মাদক ব্যবসা বা সেবনের সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। আলমডাঙ্গাকে মাদকমুক্ত রাখতে পুলিশ এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।”

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকলে মাদক কারবারিরা ভীত হবে এবং তরুণ সমাজ মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ৬ পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মিলন (৩৫), ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত হানিফ আলীর ছেলে আবুল উদ্দিন (৬২), একই গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩০), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত ফকির চান আলীর ছেলে ডালিম (৩৫), একই গ্রামের মৃত নবাই মণ্ডলের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০) এবং চাকুলিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মোজাম্মেল হক (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক পৃথক দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ২ নারীসহ গ্রেপ্তার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ইসলামবাজার এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে মাসুরা বেগম (৪৬), আনোয়ারপুর এলাকার আবুল কালামের স্ত্রী আমেনা খাতুন (৫০), চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে সাইদুর রহমান (২৭), দোস্ত গ্রামের মৃত এলাম মণ্ডলের ছেলে মিজানুর রহমান (৪১) এবং আকুন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান সুইট (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার রুহুল কবির খানের নির্দেশে দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ফলাফল ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. মিনহাজ-উল-ইসলাম এবং কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।